মুল্যায়নে পিছিয়ে নোয়াখালীর কর্মজীবী নারীরা

সারাদিন পুর"ষের সমান শ্রম দিয়ে মজুরী ও মুল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছেন চরবাটা ইউনিয়নের কৃষিজীবী নারীরা। শারীরিক অক্ষমতা, অযোগ্যতা বা অদক্ষতার কারণে নয় বরং নারী বলেই কৃষিকাজে তাদের কাজের মুল্যায়ন হ"ছে না। ফলে তারা আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে যা"ছে। মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমেই এই অবমুল্যায়ন থেকে নারীদের মুক্তি সম্ভব বলে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের অভিমত।

শিল্প বিপ্লবের সময়ে শিল্পকারখানামুখী এক নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের জন্ম হয়। সংকুচিত হয় কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ। চাষাবাদের কাজ পুর"ষের কাজ। এই নিয়ম প্রবর্তন করে সমাজ। মানুষের কাজের এই সামাজিক ভিন্নতা এখনো চরমজিদে বিদ্যমান। এজন্য রোকেয়া বেগম (৪৫) সরল মনে বলেন, চাষবাস পুর"ষের কাজ। নারীদের কাজ ধান নেওয়া, চাল করা । এগুলি ঘরের কাজ।

অথচ নিজস্ব কাজ বলে অভিহিত করা ঘরের কোণে পেঁপে গাছ, চিচিঙ্গা, কলাগাছের ঝাড় পরিচর্চা বা ক্ষেত থেকে খেসারির ডাল ঘরে তোলার সকল প্রক্রিয়া কৃষিকাজের মধ্যে পড়ে। এমনকি ফসল বাজারজাতকরণও কৃষিকাজের আওতায় পড়ে। চর মজিদ গ্রামের মাটিতে জন্মানো ক্ষিরা, ফুটি, বাদাম, সয়াবিন, পেঁয়াজ, রসুন, গোলআলু এলাকার শ্রমজীবী মানুষের জীবিকা অর্জনের উপায়। নদীভাঙ্গা হাতিয়া অঞ্চলের নারী-পুর"ষ, বহু বছর আগ থেকে এলাকার বসতি গড়ে আছেন। তারা অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তারা জড়িত আছেন দিনমজুরী, ঋণ গ্রহণ করে চাষাবাদ, গাড়ি চালানো, ইটভাটা, মৎস্য চাষ, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে। কামাল আহমেদ (৩০) উল্লেখ করেন, কিছু পরিবার এখানে দখলি জমির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জনে রত আছেন।

বাড়ির আশেপাশে পেয়ারা, নারকেল, র"ই, কলা, কামরাঙ্গা, শিম, কুমড়া, বরবটি, পেঁপেঁ ইত্যাদি চাষ করা যায়, বলেন প্রীতি রানী কাহার । এই ফসলগুলির আর্থিক মুল্য কম নয়।

এ ইউনিয়নের নারীদের কৃষিকাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র অত্যন্ প্রসারিত। শেফালী (২৮) উল্লেখ করেন, ম্যালা কিছু কইত্তাম হারি কিন্তু করি না। বসতবাড়িতে চাষাবাদ থেকে শুর" করে মাঠের কাজে ও তারা নিয়োজিত আছেন।
রহিমা খাতুন (৩৫) বলেন, আমরা মাডে ব্যাডার মতোন কাম করি। জালা বিছাই, জালা তুলি, রোয়া রতই। আমরা ধান কাডি। আবার ব্যাডার সমান ধান মাতায়ও তুলি আনি।

জীবিকার দাবিতে একসাথে নারী-পুর"ষ মাঠে নামলেও মজুরি প্রদানের প্রশ্নে নারী কেবল নারী বলেই আলাদা হয়ে যা"ছে। সকালের ঝাড়পোছ, ধোয়ামোছা এবং রান্নাবান্নার পর কোদাল হাতে মাঠে যেতে হ"ছে। পুর"ষের মতো কাস্ে হাতে নিয়ে ধান কেটে তুলছেন তারা। ফিরে এসে আবার সেই ঘরের কাজ। তবুও যখন নারী ও পুর"ষ শ্রমিককে সমান ভাগে খড় বাছতে বলা হয়, তখন বঞ্চনার দুঃখে কাতর কণ্ঠে শান্বিালা মজুমদার উ"চারণ করেন, কাজের বেলায় সমান ভাগ করে মজুরির বেলায় কম বেশি করে ক্যান। কামের বেলায় হমান হমান, টিয়ার বেলায় কম ক্যা?

পুর"ষের নয় গুণ, মহিলার সাত গুণ। যখন আমরা পুর"ষের সমান অংশ দাবী করি তখনই শুনতে হয় মহিলা মানুষ, এত বেশি লোভ কর কেন? কৃষিশ্রমিক মনছুরা (৪০) দুঃখভরা গলায় বলে গেলেন তাদের অপমানের, অবহেলার কথা। কেবল মাঠে নয়, মাঠ থেকে ফিরে আসা সহকর্মী স্বামীও ঘরে ফিরে কেবলমাত্র স্বামী বনে যান। ঘরের কোনো কাজে কখনো স্বামীর সহায়তা পাওয়া যায় না। ঘরের কাজ নারীর, সকল দায়িত্ব তার। দিনমজুর হার"নের (২৪) কথায় জানা যায়, ঘরের সকল কাজ তার ¯ী সম্পাদন করেন। তিনি সাহায্য করেন কি-না জানতে চাইলে বলেন, আমি কেন সাহায্য করব। ঘরের কাজ তো আমার কাজ না।

সমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙে হাতে কাস্ে নিয়ে যে নারী মাঠে নেমেছে, সে নারী আবার ঘরে এসে প্রচলিত নেতিবাচক ধারায় নিয়োজিত হয়েছেন। বসতির পাশের সবজি চাষ কৃষিকাজের মধ্যে পড়লেও অনেকেই মনে করেন, এটি নারীদের

ঘরের কাজ।

নোয়াখালীর দক্ষিণের এই প্রান্তিক নারীদের মাঠে নেমে কাজ করার সাহসিকতা, জীবন যাপনে স”ছলতা আনার। কাজ করার এই তীব্র সম্মানবোধ ভুলুণ্ঠিত হ”েছ যখন তখন একজন পুর”ষকে প্রতিদিনকার কাজের মুল্য হিসেবে প্রতিদিন নগদ ৭০-৮০ টাকা, দেড় কেজি চাল মজুরি দেয়া হ”েছ। অন্যদিকে নারী মাঠে কৃষিকাজের মজুরি হিসেবে ৪০-৫০ টাকা। এক কেজি চাল দেয়া হয়। এ ব্যাপারে সাধনকলা শীল (২৮) মন্তব্য করেন, মেয়েলোকে কাজ করলেও কাজ নয়, কিন্তু পুর”ষের কাজ না করলেও সেটা কাজ। মজুরিতে বেশি হবে। কেবল আর্থিক দৈন্যতার কারণে চর মজিদ এলাকার নারীরা মাঠে নেমেছেন। অথচ কেবল 'নারী' এই অজুহাতে তাদেরকে আর্থিকভাবে সবচে বেশি পেছনে ফেলে দেয়া হ”েছ।
ধানের বীজ কত যত্ন করি আঁই গোলাত তুলি থুই। জারিজুরি বাজারে বেইছবার লাই হাডাই। কোনোদিনও বীজ, ধান বেচার টিয়া আতে হাই না। খালি বাজার হদাই আতে তুলি দেয়।

এই এলাকার নারীরা তাদের কাজের সঠিক আর্থিক মুল্যায়ন পান না বলে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলাতেও নারী অনুপস্থিত থেকে যান। নারী-পুর”ষ উভয় মিলে সমাজ তৈরি হলেও মুল্যায়নের বেলায় ঘরের চিন্তা এখনো কেবলই নারীর। যা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয় বলে মন্তব্য করেছেন চর মজিদ এলাকার সংবাদকর্মী খলিল (৩৪)।

দক্ষিণের এই সাহসী কৃষাণীদের জীবনে সম্মানের আলো জ্বালাতে চাই নারীর কাজের আর্থিক মুল্যায়ন। যে সকল প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক করে, বৈষম্যের তৈরি করে, সে সকল সামাজিক আচরণের ক্ষমতার বদল ঘটা দরকার। আর এই পালা বদলের প্রশ্নে বিভিন্ন মহলের জবানিতে সে সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা বর্তমানে অতি প্রয়োজন তা হলো:

- এলাকার নারীদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড সকলের কাছে তুলে ধরে ধরে জেণ্ডার সংবেদনশীল প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- মসজিদের খুতবা প্রদানের সময় ইমামকে মজুরি বিষয়ে সমতা আনতে আহ্বান জানানো।
- স্থানীয় নারী সংগঠন সমুহকে (যদি থেকে থাকে) এ বিষয়ক গণসচেতনতা আনতে প্রচার।
- নারীদের বাড়ির আশপাশে সবজি চাষাবাদবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সবজি ক্রয়-বিক্রয়ে স্থানীয় নারী মার্কেট ব্যবহার।
- নারীশ্রমের মুল্যায়নের সমতা আনতে বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন।
- ব্যক্তিগতভাবে নারীর কাজের মুল্যায়ন।